মন্ত্রসেদ্ধি

ঋষি, ছন্দ, দবেতা, বনিয়োগ। এই চার বস্তু ব্যাভীত মন্ত্রসেদ্ধি সম্ভব নয়। আসুন জনে নোয়া যাক এই চারটি বস্তু কীভাবে মন্ত্রের সাথে যুক্ত।

ঋষি : যনে যৎ ঋষণি দৃষ্টিং সদ্ধিঃ প্রাপ্তা চলে যনে বৈ।

মন্ত্রেণে তথ্য তৎ প্রকৃতমৃষেভাবস্তদার্ষকম্।।

অর্থাৎ যনি মন্ত্রের দৃষ্টি এবং যৎ মন্ত্রের দ্বারা যনি সর্বপ্রথম সদ্ধিলাভ করেছেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি ঋষি যোগবলে সেই মন্ত্র প্রথম অবগত হন।

শাস্ত্রীয় সকল মন্ত্র অপটৌষয়ো কোন সাধক ঋষি হৃদয়ে মন্ত্রের আবর্ভাব হয়। মহেশ্বর মুখাজ্জ্ঞাত্বা গুরুর্যস্তু পসামনুম্।

সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা পূর্বং সৎ ঋষীরতি।।

অর্থাৎ যৎ শুদ্ধাত্মা গুরু মহেশ্বরের মুখ হতে মন্ত্র অবগত হয়ে প্রথমে তার সাধন করেন তিনিই উক্ত মন্ত্রের ঋষি। অতএব দেখা যাচ্ছে মন্ত্রের স্রষ্টি স্বয়ং মহেশ্বর। কোন পুরুষ নয়।

ছন্দ : মৃত্যুভীতঃ পুরা দবেতৈর্মানশ্ছাদনায় চ। ছন্দাংসি সংস্মৃতানীহ

ছাদতি স্ততৈস্ততোহমরাঃ।।

ছাদনাচ্ছন্দ উদ্দৃষ্টিং সর্বং ছন্দোভিরিবৃতম্।

ছন্দে বসিয়ে বলা হয়েছে - পুরাকালে মৃত্যুভীত দবেতার নজিদে আচ্ছাদন করার ছন্দসমূহের স্মরণ করেন। সেই ছন্দে দ্বারা দবেতার আবৃত হন। আচ্ছাদনের থেকে ছন্দ কথাটি এসেছে।

দবেতা : যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দৃষ্টিয়া তু দবেতা।

তদাকারং ভবতে তস্য দবেত্বং দবেতোচ্যত।।

দবেতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যৎ মন্ত্রের উদ্দৃষ্টি যৎ দবেতা সেই মন্ত্রের দবেত্বের রূপও তাই। দবেত্বকেই দবেতা বলা হয়।

বনিয়োগ : ধর্মার্থকামমক্ষেষু শাস্ত্রমার্গেণ যোজনম্।

সদ্ধিমন্ত্রস্য সম্প্রকৃতা বনিয়োগে বচিক্ষণে।।

অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষজনক কর্মে শাস্ত্রনির্দৃষ্টি উপায়ে মন্ত্রের যোজনকে বচিক্ষণ ব্যক্তরি বলেন বনিয়োগ।

অর্থাৎ ধরুন কোন গাছে ফল হয়েছে। কিন্তু কটে জাননো সেই ফলটির গুণাগুণ। প্রথম এক ব্যক্তি ওই ফলটি দেখলো ও ফলটির প্রতি আকৃষ্ট হল। সে ফলটি চর্বন করে খলে ও ফলটির স্বাদে তৃপ্ত হল। এই কাহিনীতে ফলটি হল ইষ্টদবেতা। ফলটির ভিতর যৎ বীজ তা হল সেই দবেতার মন্ত্র। ফলটি যৎ গাছে শাখায় হয়েছে তা হল সেই দবেতার গায়ত্রী। যৎ ব্যক্তি ফলটি প্রথম খলে তা হল মন্ত্রের ঋষি। ফলটি চর্বণ করে খলে, এই চর্বণের সুর হল ছন্দ। সবশেষে ফলটি খেয়ে তিনি তৃপ্ত হলেন তা হল মন্ত্রের বনিয়োগ।